

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com



এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা : ২৭, সাপ্তাহিক ০৪ অক্টোবর ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 04 Oct 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 27, Rs. 2

৮৬ বছরেও কবিতার টানে আরতি দাস, শিলিগুড়িতে প্রকাশিত একক কাব্যগ্রন্থ 'জীবনের কবিতা'



নিজস্ব প্রতিবেদন : ৮৬ বছর বয়সেও থামেনি কবিতা লেখা! কাগজের চৌঙাও ছিল তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার! ১২টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত 'জীবনের কবিতা' নতুন প্রজন্মকে আজও অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন আরতি দাস। ৮৬ বছর বয়সেও কবিতা লেখার অদম্য উৎসাহ; শিলিগুড়ির আরতি দাস যেন প্রমাণ করে চলেছেন, সৃষ্টিশীলতার কোনও বয়স হয় না।

রবিবার লেকটাউনের রিমি দে-র 'আড্ডাগলি'-তে কবি শিপ্রা পালের

পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতায় প্রকাশিত হলো তাঁর একক কাব্যগ্রন্থ 'জীবনের কবিতা', যাতে রয়েছে ১২টি কবিতা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক শুভময় সরকার, কবি অলোক চক্রবর্তী, কবি ড. দীপ্তি মুখার্জী, কবি রিমি দে-সহ বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠান সম্বলনা করেন সংঘমিত্রা ব্যানার্জী। তবে আরতি দাসের কবিতা লেখার পেছনের কাগজের চৌঙার সেই আশ্চর্য গল্পটি কী? দেখুন খবরের ঘন্টার ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল।

কার্শিয়াং হাসপাতালে ডিজিটাল এক্স-রে ইউনিট উদ্বোধন করলেন বিধায়ক সোনম লামা



নিজস্ব প্রতিবেদন : কার্শিয়াং হাসপাতালে এল নতুন ডিজিটাল এক্স-রে পরিষেবা! আরও আধুনিক হচ্ছে কার্শিয়াং মহকুমা হাসপাতাল।

বিধায়ক সোনম লামার হাতে নতুন ইউনিটের উদ্বোধন রোগ নির্ণয়ে এবার আরও আধুনিক প্রযুক্তি কার্শিয়াংয়ে।

একদিকে পাহাড়ের হাসপাতাল, অন্যদিকে আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার নতুন সংযোজন; কার্শিয়াং মহকুমা হাসপাতালে এবার চালু হল ডিজিটাল এক্স-রে ইউনিট। সোমবার দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে এই নতুন ইউনিটের উদ্বোধন করেন কার্শিয়াংয়ের বিধায়ক

সোনম লামা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কার্শিয়াংয়ের এসডিও রেমেনিং শেরপা এবং হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট কুনাল চক্রবর্তী।

নতুন এই ডিজিটাল এক্স-রে পরিষেবা হাসপাতালের রোগ নির্ণয় ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে; এমনটাই আশা করা হচ্ছে।

পাহাড়ের স্বাস্থ্য পরিষেবায় আধুনিকতার এই নতুন পদক্ষেপ কতটা বদল আনবে? নজর থাকুক আগামী দিনের দিকে।

শতবর্ষে আনন্দময়ী কালিবাড়ি, বেঙ্গালুরুর নিউরোসার্জনের বিনামূল্যে চিকিৎসা



নিজস্ব প্রতিবেদন : ১০০ বছরে আনন্দময়ী কালিবাড়ি: জানেন কি এর ইতিহাস? বেঙ্গালুরু থেকে বিমানে এলেন নিউরোসার্জন, দেখলেন রোগী!

গরিব মানুষের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা; কারা পেলেন

পরিষেবা? এবার চা-বাগান ও অনগ্রসর এলাকায় শাড়ি বিতরণ! শিলিগুড়ির ঐতিহ্যবাহী আনন্দময়ী কালিবাড়ি এখন পা দিয়েছে শতবর্ষ উদযাপনের পর্বে। একইসঙ্গে চলছে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠারও শতবর্ষ।

চারন কবি মুকুন্দ দাসের স্মৃতিবিজড়িত এই ঐতিহাসিক কালিবাড়িতে চলছে একের পর এক সেবামূলক কর্মসূচি। রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে বেঙ্গালুরু থেকে বিমানে এসে রোগী দেখলেন নিউরোসার্জারি বিশেষজ্ঞ ডাঃ সন্দীপ পিভি; দুপুরেই আবার ফিরে গেলেন।

শুধু চিকিৎসা নয়, শতবর্ষ উপলক্ষে এবার চা-বাগান ও অনগ্রসর এলাকাতেও পৌঁছে যাবে সেবার হাত। কী কী কর্মসূচি রয়েছে? শুনুন আনন্দময়ী কালিবাড়ি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর বিশ্বাসের বক্তব্য। শতবর্ষে শুধু উৎসব নয়, মানুষের সেবায় আনন্দময়ী কালিবাড়ি। স্বাস্থ্য শিবির থেকে চা-বাগানে শাড়ি বিতরণ; জানুন বিস্তারিত খবরের ঘন্টার ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে।



খবরের ঘন্টা

শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

KHABARER GHANTA

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী : জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

শারদোৎসব আনন্দের সঙ্গে জাগতিক মানবিকতার আলো

শরতের নীল আকাশ, সাদা কাশফুল আর ঢাকের বোল জানান দেয়;মা আসছেন। শারদোৎসব শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, বাঙালির কাছে এটি আনন্দ, মিলন ও ভালোবাসার এক অনন্য আবেগ।

পুজোর নতুন পোশাক, মণ্ডপ, আলোর সাজ কিংবা উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি আমাদের মনে রাখা দরকার সেই মানুষগুলোর কথা, যাঁদের কাছে উৎসবের আনন্দ আজও অথরা। তাই এই শারদোৎসবে যদি আমাদের আনন্দের সামান্য অংশও অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে, তাহলেই উৎসব আরও অর্থবহ হয়ে উঠবে।

মা দুর্গার আগমন হোক অশুভের বিনাশের পাশাপাশি মানুষের মনে শুভবোধ জাগানোর বার্তা নিয়ে। হিংসা, বিদ্বেষ ও বিভেদের বদলে ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও সম্প্রীতির বন্ধন আরও শক্ত হোক।

শারদোৎসব হোক সবার;আনন্দে, সম্প্রীতিতে, মানবিকতায়।



ময়নাগুড়ির এক ঘরে তিন উর্দি, দিনমজুরের তিন সন্তান পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে



নিজস্ব প্রতিবেদন :এক ঘরে তিন কনস্টেবল পদে দিনমজুর বাবার ভাই-বোন, আর তিনজনের গায়েই সংসারে অভাব ছিল নিত্যসঙ্গী। কখনও পুলিশের উর্দি!এক ঘরে তিন ভাই-বোন, আর্থপেটা খেয়ে, কখনও খাতা-কলম কেনার সামান্য টাকার অভাবেও দারিদ্র্যকে হার মানিয়ে এমনই নজরকাড়া পড়াশোনা থামেনি তাঁদের। সংসারের সাফল্য এল জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ির হাল ধরতে মেজ ভাইকে রাজমিস্ত্রির উত্তর মাখবডাঙ্গায়।এক ঘরে তিন উর্দি!ময়নাগুড়ির তিন ভাই-বোন।বাবা দিনমজুর।অভাবের সংসারে পড়াশোনা।মেজ ভাই করেছেন রাজমিস্ত্রির কাজ।তবু থামেনি স্বপ্ন।তিনজনই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কনস্টেবল।বাবা-মায়ের ত্যাগের সার্থকতা।গর্বিত পরিবার, গর্বিত ময়নাগুড়ি।অভাব নয়, অদম্য ইচ্ছাই বড়।

কিন্তু স্বপ্ন থেকে সরে যাননি তিন ভাই-বোন। অদম্য জেদ, পরিশ্রম আর লক্ষ্যে স্থির থাকার ফল মিলল এবার।একসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কনস্টেবল পদে সফল হয়েছেন একই পরিবারের তিন ভাই-বোন।বাবার পরিশ্রম আর মায়ের ত্যাগের মর্যাদা রেখে তাঁদের এই সাফল্যে গর্বিত পরিবার ও গোটা এলাকা তিন ভাই-বোনের এই লড়াই যেন আবারও মনে করিয়ে দিল;অভাব স্বপ্নকে থামাতে পারে না, যদি লক্ষ্য থাকে অটুট।

দিনমজুর বাবার সংসার। অভাব ছিল, ছিল না হাল ছেড়ে দেওয়ার মানসিকতা। ময়নাগুড়ির একই পরিবারের তিন ভাই-বোন একসঙ্গে সফল হলেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

পুজোয় বস্ত্রদান ও জলসেবা, যানজট নিয়ন্ত্রণেও উদ্যোগ হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির



নিজস্ব প্রতিবেদন : পুজোয় শুধু ব্যবসা নয়, মানুষের সেবাতেও হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি। পুজোয় বস্ত্রদান, দর্শনার্থীদের পানীয় জল; সেবামূলক একাধিক কর্মসূচি নিয়েছে শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি। পুজোয় মানুষের সেবায় হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি বস্ত্রদান ও পানীয় জল বিতরণ। পুজোর দিনগুলিতে জলসেবা যানজট নিয়ন্ত্রণেও উদ্যোগ। চালু হচ্ছে ট্রাফিক বুথ।

উঠেছে পুজোর বাজারঅনলাইনের বদলে বাজারে কেনাকাটা করুন। উপকৃত হবেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

পুজোয় ব্যবসার পাশাপাশি মানুষের সেবায় হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি। বস্ত্রদান, পানীয় জল বিতরণের পাশাপাশি যানজট নিয়ন্ত্রণেও উদ্যোগ। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দিতে বাজারে গিয়ে কেনাকাটার আবেদন।

পুজোর দিনগুলিতে হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের পাশে পুজো দর্শনার্থীদের

জন্য পানীয় জল বিতরণ করা হবে। পাশাপাশি পুজো উপলক্ষে বস্ত্রদানের পরিকল্পনাও এবার গ্রহণ করেছে সমিতি। সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুজিত ঘোষ ওরফে বাপি জানিয়েছেন, মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেবামূলক কাজ সারা বছরই চালিয়ে যান তাঁরা।

হায়দরপাড়া বাজার এলাকায় যানজট নিয়ন্ত্রণেও উদ্যোগী হয়েছে সমিতি। তাঁদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাফিক পুলিশ সেখানে একটি ট্রাফিক বুথ চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। ট্রাফিক পুলিশ এবং ভক্তিনগর থানার পুলিশ সবসময় তাদের সহযোগিতা করছেন।

এদিকে পুজোর কেনাকাটা এখন পুরোদমে চলছে। সুজিত ঘোষের আবেদন, অনলাইনে কেনাকাটার পরিবর্তে স্থানীয় বাজারের ব্যবসায়ীদের দোকানে গিয়ে কেনাকাটা করুন। এতে পুজোর বাজার যেমন জমবে, তেমনই উপকৃত হবেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও।

পাহাড়ে পর্যটনের নতুন ছক রোপওয়ে, হোমস্টে ও উৎসবে ৬ মাসের রূপরেখা



নিজস্ব প্রতিবেদন : পাহাড়ে পর্যটনে বড় পরিকল্পনা। রোপওয়ে থেকে নতুন পর্যটন আকর্ষণ। হোমস্টে এবার হবে আরও ডিজিটাল। পুজোয় সাজবে দার্জিলিং। ৬ মাসের রূপরেখা তৈরি।

পাহাড়ের পর্যটনকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে আগামী ছয় মাসের রূপরেখা তৈরি করল রাজ্য পর্যটন দপ্তর ও জিটিএ। শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউসে বৈঠকে উঠে এল রোপওয়ে, যানজট নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও হোমস্টে উন্নয়নের পরিকল্পনা। দার্জিলিং, কালিম্পং, মিরিক, মংপু, দুধিয়া ও কাশিয়াংয়ে টি ফেস্টিভ্যাল, ভিন্টেজ কার রথ্যালি, ওয়াকথন, রিভার রাফটিং ও প্যারাগ্লাইডিংয়ের মতো আকর্ষণ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

দার্জিলিংয়ে প্রাথমিকভাবে পাঁচটি রোপওয়ে প্রকল্প নিয়ে আলোচনা চলছে। পাশাপাশি হোমস্টে রেজিস্ট্রেশন ও রিনিউয়াল পুরোপুরি অনলাইনে আনার প্রস্তুতি চলছে। দুর্গাপুজোয় চকবাজার ও ম্যাল রোডে আলোকসজ্জা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাও রয়েছে। পর্যটন, কর্মসংস্থান ও পাহাড়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন; এই তিন লক্ষ্যেই এগোচ্ছে নতুন পরিকল্পনা।

৭০ বনকর্তাকে দৌড় করিয়ে কাবু বাঘিনি, ২ অক্টোবর বক্সায় দেশের ১৪তম টাইগার রিইন্ট্রোডাকশন



নিজস্ব প্রতিবেদন : ৭৭ দিনের বাঘবন্দি খেলা শেষ! ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু বাঘিনি। বিহার থেকে এবার বক্সায় জঙ্গলে।

রেডিয়ো কলার পরেই শুরু যাত্রা। ২ অক্টোবর বক্সায় নতুন ঠিকানা!

সাত দিনের টানটান অভিযানের পর অবশেষে কাবু বাঘীকি টাইগার রিজার্ভের বাঘিনি। অন্তত ৭০ জন বনাধিকারিকের তৎপরতায় ঘুমপাড়ানি গুলিতে তাকে নিরাপদে ধরা হয়। রেডিয়ো কলার পরিয়ে মঙ্গলবার রাতে গোরক্ষপুরের এয়ারবেসে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। বুধবার ভোরে সেনাবাহিনীর এএন-৩২ কার্গো বিমানে হাসিমারা এয়ারবেসে পৌঁছয় বাঘিনি। এরপর কড়া নিরাপত্তা ও গ্রিন করিডর তৈরি করে সড়কপথে তাকে

নিয়ে যাওয়া হয় বক্সায় জঙ্গলে। আগামী ২ অক্টোবর সেখানেই মুক্তি পাবে এই বাঘিনি। দেশের ১৪তম এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রথম টাইগার রিইন্ট্রোডাকশন ঘিরে এখন বক্সায় বাড়ছে আগ্রহ।

বিদ্যাসাগর স্মরণে মহানন্দার তীরে পরিবেশ রক্ষার বার্তা



নিজস্ব প্রতিবেদন : বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করে নদী বাঁচানোর বার্তা কেন? মহানন্দার তীরে বিদ্যাসাগর

স্মরণদ।

দামোদর-দ্বারকেশ্বর পেরিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। মানবকল্যাণই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। নদী বাঁচাতে চাই সচেতনতা। প্রতি পূর্ণিমায় মহানন্দা আরতি। নদী দূষণ কমানোর উদ্যোগ। বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করে কি নদী ও পরিবেশ রক্ষার শপথ নেওয়া যায়? শনিবার ২৬ সেপ্টেম্বর, বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে শিলিগুড়ির মহানন্দার তীরে তাঁকে স্মরণ করা হয়। মহানন্দা আরতির পর বিশিষ্ট লেখক ও

শিক্ষাবিদ নিধুভূষণ দাস পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মানবকল্যাণের আদর্শের কথা তুলে ধরেন। বিদ্যাসাগরের জীবন নদীর সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত ছিল। মায়ের কাছে পৌঁছতে একসময় তিনি প্রবল স্রোতের দামোদর ও দ্বারকেশ্বর নদী সাঁতরে পার হয়েছিলেন।

এদিন নিধুভূষণ দাস বলেন, বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করার অর্থ শুধু তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো নয়, সমাজ ও পরিবেশ রক্ষায় মানুষের এগিয়ে আসাও। মহানন্দা নদীর দূষণ কমানো এবং

মানুষের মধ্যে নদীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সচেতনতা বাড়াতে মহানন্দা বাঁচাও কমিটি ও নমামি গঙ্গের উদ্যোগে প্রতি পূর্ণিমায় মহানন্দা আরতির আয়োজন করা হয়। এদিনও বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় সেই আরতি। বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী জ্যোৎস্না আগরওয়াল ও নদী রক্ষার এই উদ্যোগের কথা জানান।

বার্তা একটাই; মানুষকে ভালোবাসার পাশাপাশি নদী ও প্রকৃতিকেও ভালোবাসতে হবে।

পুজোয় আর ভ্রমণে বেরোনো নয়, হৃদরোগের পর ঘরেই গৌরীশঙ্কর



নিজস্ব প্রতিবেদনঃ পুজো এলেই যাঁর ব্যাগে উঠত ভ্রমণের সরঞ্জাম, এবার তিনিই ঘরবন্দি! এবার আর ভ্রমণে বেরোতে পারছেন না! হৃদরোগের পর ঘরেই গৌরীশঙ্কর। পাহাড়-ডুয়ার্সের ভ্রমণ লেখক। বছরের পর বছর লিখেছেন ভ্রমণকাহিনি পুজোয় বেরোতেন নতুন জায়গার সন্ধানে। এবার বই, টিভি আর লেখালেখি।

মাঝেমধ্যে নেতাজি কেবিনে আড্ডা। বয়স আশির কাছাকাছি পথ বদলেছে, থামেনি তাঁর কলম। পুজো মানেই ছিল ভ্রমণ আর ভ্রমণকাহিনি লেখা। এবার হৃদরোগের পর অনেকটাই ঘরবন্দি বিখ্যাত ভ্রমণ লেখক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। তবে থামেনি তাঁর লেখার নেশা। পুজো এলেই যাঁর কলম ছুটত ভ্রমণকাহিনি লেখার জন্য, যাঁর পা ছুটত পাহাড়-ডুয়ার্সের পথে; এবার তিনিই বেশিরভাগ সময় কাটাচ্ছেন ঘরেই।

তিনি বিখ্যাত ভ্রমণ লেখক ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য।

কিছুদিন আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর বদলে গিয়েছে তাঁর দৈনন্দিন জীবন। বয়স এখন আশির কাছাকাছি। তাই আগের মতো ছুটছুটি বেরিয়ে পড়া আর সম্ভব হচ্ছে না। মাঝেমধ্যে শিলিগুড়ি বিধান মার্কেটের নেতাজি কেবিনে গিয়ে পরিচিতদের সঙ্গে আড্ডা দেন। তারপর আবার বাড়ি; বই পড়া, টেলিভিশন দেখা আর কিছু লেখালেখি। বছরের পর বছর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পাহাড় ও ডুয়ার্সের ভ্রমণকাহিনি লিখে উত্তরবঙ্গের পর্যটনকে পৌঁছে দিয়েছেন পাঠকের কাছে। পুজোর আগে নিজেও বেরিয়ে পড়তেন নতুন জায়গার সন্ধানে।

কিন্তু এবার সেই চেনা ছবিটা নেই। তাঁর কথায়, আগের মতো ছুটছুটি বেরোতে পারেন না, অনেক নিয়ম মেনে চলতে হয়।

তবু থেমে যায়নি তাঁর কলম; ভ্রমণের পথ বদলেছে, কিন্তু লেখার নেশা এখনও একই রয়ে গিয়েছে।

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধু নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে, যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

উত্তরবঙ্গে প্রথম! ৫০ নাটক লিখে 'সেরার সেরা' রৌপ্য পদক মিঠু ঘোষের



নিজস্ব প্রতিবেদন : ৫০টি নাটক লিখে সেরার সেরা! উত্তরবঙ্গের মিঠু ঘোষ পেলেন রৌপ্য পদক। ৪০ হাজার সদস্যের মধ্যে অনন্য সম্মান। জলপাইগুড়ির সাহিত্যিকের মুকুটে নতুন পালক। জলপাইগুড়ির মাটিতে সাহিত্যচর্চায় নতুন সম্মান। উত্তরবঙ্গ থেকে এই প্রথম এমন স্বীকৃতি পেলেন কবি ও সাহিত্যিক মিঠু ঘোষ। বর্ধমান জেলার পারিজাত সাহিত্য পত্রিকার আয়োজনে সারা বছর লিখেছেন একের পর এক নাটক।

চল্লিশ হাজার সদস্যের বিশাল সাহিত্য পরিবারের মধ্যে লিখেছেন ৫০টি নাটক। আর সেই সৃজনশীলতার স্বীকৃতিতেই এবার তাঁর হাতে উঠল 'সেরার সেরা' রৌপ্য পদক।

জলপাইগুড়ির কবি ও সাহিত্যিক মিঠু ঘোষের মুকুটে যুক্ত হল নতুন সম্মান। বর্ধমান জেলার পারিজাত সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৪০ হাজার সদস্যের মধ্যে সারা বছর সাহিত্যচর্চা করে তিনি এই স্বীকৃতি অর্জন করেছেন।

সারা বছরে মিঠু ঘোষ লিখেছেন ৫০টি নাটক। তাঁর এই ধারাবাহিক সৃজনশীলতা ও সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে দেওয়া হয়েছে 'সেরার সেরা' রৌপ্য পদক।

উত্তরবঙ্গ থেকে এই প্রথম মিঠু ঘোষ এই সম্মান পেলেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর এই সাফল্যে জলপাইগুড়ির সাহিত্য মহলেও খুশির আবহ তৈরি হয়েছে।